# ‘‘আড়কাঠি’’

## অসীম চট্টোপাধ্যায়

সকালেই মনটা বেশ খুশি হয়ে ছিল । ভোরবেলায় নিউইয়র্ক থেকে মেয়ের ফোন পেয়েছি । ইউনিভার্সিটিতে চাকরির সঙ্গে সঙ্গে ‘গ্রীন কার্ড’এর লিস্টেও ওর নাম উঠেছে । এবার পাকাপাকিভাবে ইউ এস এ-তে থাকতে পারবে । খুব ভারমুক্ত লাগছিল ।

বাইরে বেল বাজল । দরজা খুলে দেখি রান্নার ঠিকে কাজের মেয়ে , সরমা । ভারি চটপটে । কাজ ভালো । কামাই নেই । সরমাকে আমাদের সবার ভারি পছন্দ । ওকে এখানে কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন শ্বশুরমশাই । রাজনীতির লোক । সরমা ওঁর কন্‌স্টিট্যুয়েন্সিরই ভোটার । দু’বেলা রান্না, বাসন মাজা ; মাস গেলে চারশ টাকা । এছাড়া পুজোয় একখানা শাড়ি আর এক মাসের বোনাস । ও চায়নি , আমরাই দি । খুব ভালো হাত রান্নার , একটু শুধু ঝাল বেশি দেয় । আমাদের বাড়ি ছাড়া আরও দুটো বাড়ি কাজ নিয়েছে । দুটো ছেলেকে দেশ থেকে এনে নিজের কাছে রেখেছে, স্কুলেও ভর্তি করে দিয়েছে । ছেলেদের বার্থ সার্টিফিকেট এম এল এ শ্বশুরমশাই-ই জোগাড় করে দিয়েছেন । গরীব মানুষ, এগুলো করা ধর্তব্যের মধ্যে নয় । সরমা বলে রেখেছে ভোটের সময় দিন দুয়েকের জন্য দেশে যাবে ভোট দিতে ।

মেয়ের গ্রীনকার্ড হয়ে যাবার পর ও একবার দেশে আসবে । কতদিন ওকে দেখিনি - শুধু গলা শুনেছি । ওর পি এইচ ডি গাইড ওকে অনেক সাহায্য করেছেন ; গ্রীনকার্ড পাওয়ার পিছনেও ওনার অনেক মূল্যবান পরামর্শ কাজ দিয়েছে । ইউনিভার্সিটিকেও উনি বুঝিয়েছেন মেয়েকে ওখানে ধরে রাখতে পারলে আখেরে ওরাই লাভবান হবে ।

সাপ বেরিয়ে পড়ল । দরজায় আবার বেল । এবার খুলে দেখি লুঙ্গি পরা দাড়িওলা এক মুষকো জোয়ান দরজার সামনে দাঁড়িয়ে :
- আদাব ।
- কী চাই ?
- আজ্ঞে রান্নার মেয়েছেলেটাকে একবার ডেকে দেবেন ?
- তোমার নাম ?
- আজ্ঞে ইদ্রিস আলি ।
- তোমার কে হয় ?
- আজ্ঞে আমার বিবি ।

বিমূঢ় হয়ে গিয়ে সরমাকে ডেকে দিলাম । গিন্নীও গলা শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এলেন - কী , কী ?

কথায় কথায় সব বেরুল । গ্রামে ইলেকশন কমিশন এসেছিল । গত এক বছরে তিনশ’ ছেলেমেয়ের বার্থ রেজিস্ট্রেশন হয়েছে ওদের গ্রাম থেকেই । বি ডি ও মারফৎ দরখাস্ত পাঠানো হয়েছিল শতকরা একশ’ পার্সেন্ট জন্মহার নথিভুক্ত করার জন্য ওদের গ্রাম থেকে -- বিশ্বব্যাঙ্কের প্রগতিশীল এলাকার তালিকায় নাম তোলার জন্য । এই তালিকায় নাম তোলাটাই কাল হল । বিশ্বব্যাঙ্ক ওদের গ্রামের নাম কম্‌পিউটারে তুলতে গিয়ে দেখে গতবছরই ওই গ্রামের অভূতপূর্ব জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য লিস্টে নাম উঠে বসে আছে । শ্বশুরমশাই আমন্ত্রিত হয়ে বিদেশে ঘুরেও এসেছেন । বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে খবরটা কেন্দ্রীয় আই টি দপ্তর , মানবসম্পদ ও উন্নয়ন দপ্তর ঘুরে ইলেকশন কমিশনের কাছে পৌঁছয় ।

ইলেকশন কমিশন এসে দেখে সমস্ত ব্যাপারটাই ভুয়ো । ওদের গ্রামে গত পাঁচ বছরেও অতগুলো বাচ্চা জন্মায়নি । সরমার আসল নাম হাসিনা বিবি । তিনশ’টি বার্থ সার্টিফিকেটের দরখাস্তের সব কটিতেই শ্বশুরমাশাই-এর সই ।